দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ....: 18 MAR 2017
পৃঃ ...১৪... কলাম ....৭.......

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিফিনের বিস্কুট কালোবাজারে

স্টাফ রিপোর্টার, কুড়িগ্রাম ॥ উলিপুর উপজেলার নতুন অনন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকারের দেয়া শিশুদের টিফিনের বিস্কুট কালোবাজারে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। প্রতিমাসে এ বিস্কুট বিক্রি করে প্রধান শিক্ষকের আয় হয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা। অথচ সরকারী এ বিস্কিটের উৎপাদন ব্যয় কয়েকগুণ বেশি। এ ঘটনা জানাজানি হওয়ায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। এ দুর্নীতিবাজদের শাস্তির প্রতিবাদে শনিবার অভিভাকরা মানববন্ধন কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন।

স্থানীয় ইউপি মেম্বার মোখলেছুর রহমান জানান, নতুন অনন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি সেলফে বিক্রির জন্য লুকিয়ে রাখা ১৬ কার্টন বিস্কুট পাওয়া গেছে।

এ নিয়ে এলাকায় শিক্ষার্থী অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সরকার শিশুদের পুষ্টির অভাব পূরণ ও শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করতে এ কর্মসূচী চালু করেন। অভিযোগ রয়েছে জেলার উলিপুর উপজেলার ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক সিমু সুলতানা যোগদানের পর থেকে কৌশলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কাগজ কলমে অতিরিক্ত দেখিয়ে প্রতিমাসে ২৫ থেকে ৩০ কার্টন বিস্কুট বেশি উত্তোলন করেন। এসব বিস্কুট সুযোগ বুঝে দুর্গাপুর ও যতিনের হাট বাজার এলাকার বিভিন্ন পরিচিত দোকানে বিক্রি করে আসছিলেন। বিষয়টি স্থানীয় লোকজন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের সহকারী শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করলেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী গত বৃহস্পতিবার দুপুরে স্কুলে এসে লুকিয়ে রাখা এ বিস্কুট উদ্ধার করে। পরে তা প্রধান শিক্ষকের জিম্মায় রাখা হয়।